সত্য প্রকাশে আপসহীন

THE DAILY BHORER DAK

ভোরের ডাক

29 December
2011, Thursday

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিপন্ন হচ্ছে সুন্দরবন : বাপা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক-সামাজিক চাপ ও আঞ্চলিক উন্নয়ন ঘাটতির জন্য সুন্দরবনের পরিবেশ বিপন্ন হচ্ছে। ফলে মানুষের জীবন-জীবিকা ও জীববৈচিত্র্যের ওপর নানামুখী প্রভাব পড়ছে। গতকাল বুধবার 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অভিযোজন : প্রেক্ষিত সুন্দরবন' শীর্ষক এক কর্মশালার প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ভারতের গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (সিএসই) এবং কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সিডিপি) যৌথভাবে ঢাকার বিআইএএম মিলনায়তনে দিনব্যাপী এ কর্মশালার আয়োজন করে।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ বলেন, এ সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের আঞ্চলিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়ে সাধারণ মানুষসহ সরকারকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এ দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব সম্বন্ধে সাধারণ জনগণকে সচেতন করাও প্রয়োজন।

কর্মশালায় সিএসইর প্রতিবেদনে বলা হয়, সুন্দরবন বিশ্বের অন্যতম জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে

শেষ পৃষ্ঠার পর : এলাকা, যা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক হুমকির সম্মুখীন। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়াও ভারতের সুন্দরবন অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিকল্পনার অভাব ও আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রতি উদাসীনতার ফলে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বঙ্গোপসাগরের উপরিতলের তাপমাত্রা বেড়েছে প্রতি দশকে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস যেখানে বৈশ্বিক সমুদ্রতলের তাপমাত্রা বেড়েছে প্রতি দশকে ০.০৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৈশ্বিক সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতার চেয়ে বেশি। এমনকি বিগত ২৫ বছরে এ অঞ্চলের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বছরে ৮ মিলিমিটার বেড়েছে যা বৈশ্বিক বাৎসরিক গড় উষ্ণতার দ্বিগুণ। এছাড়া বিগত ১০ বছরে গড়ে সুন্দরবন অঞ্চলের এর ৫.৫ বর্গকিলোমিটার জমি বিলীন হয়ে গেছে, পাশাপাশি এই অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের প্রবণতা ২৬ শতাংশ বেড়েছে যা উদ্বেগজনক। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পরিবর্তনগুলো জনগণের জীবনের সাথে খেলা করছে কিন্তু এই অঞ্চলের উন্নয়নের ঘাটতির কারণে স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরও ভারত তাদের অঙ্গীকারের প্রতি উদাসীনতা দেখাচ্ছে। এমনকি বিগত বছরগুলোতে উন্নয়নের মূল ধারা থেকে সুন্দরবনকে ব্যাপকভাবে অবহেলিত এবং বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিসিএএস এর নির্বাহী পরিচালক ড. আতিক রহমান, আইআইইডির সিনিয়র ফেলো ড. সালিমুল হক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সহযোগী অধ্যাপক শারমিন নিলোরমী, এনসিসিবির মিজানুর রহমান বিজয়, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মিজান রহমান খান, বিসিএএস এর সিনিয়র ফেলো খন্দকার মাইনুদ্দিন, নজরুল ইসলাম মঞ্জু এমপি ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির নন্দন মুখার্জী প্রমুখ।